গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮'

নীতিমালা

স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) নির্বাচিত ১৬২টি সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত চার বছরের ধারাবাহিকতায় **'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮'** আয়োজন করতে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে আয়োজিত স্কিলস কম্পিটিশন কারিগরি শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিল্পকারখানা মালিক, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম ও আপামর জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্কিলস কম্পিটিশন চারটি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে, যেমনঃ ১. উদ্বোধনী পর্ব, ২. প্রতিষ্ঠান পর্যায়, ৩. আঞ্চলিক পর্যায় ও ৪. জাতীয় পর্যায়। জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী ছাত্র/ছাত্রীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রধানের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করা হবে। আশা করা হচ্ছে, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের নবনব উদ্ভাবন দেশ ও জাতির উপকারে আসবে।

প্রতিযোগিতা ও নিয়মকানুনঃ

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র/ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে যাচ্ছে। স্কিলস কম্পিটিশন সেসব উদ্ভাবন দেশের মানুষের মাঝে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। এর ফলে ছাত্র/ছাত্রীরা নূতন নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনে উৎসাহিত হবে।

১। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র/ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে skillscompetition.com.bd এই ঠিকানায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

২। রেজিস্ট্রেশনটি প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও পরে স্ব স্ব অধ্যক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

৩। প্রত্যেক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের যে কোন টেকনোলজি/বিভাগ থেকে এক বা একাধিক দল (একক/দলগত) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মূল্যায়ন কমিটির নিকট তাদের উদ্ভাবন/প্রকল্প উপস্থাপন করবে।

৪। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের প্রতিযোগিতা একযোগে ১৬২টি প্রতিষ্ঠানে একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সকল পর্বের তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করা হবে।

৫। নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ৩-৫ জনের একটি মূল্যায়ন কমিটি থাকবে। মেধা, মনন ও বাস্তব চাহিদার বিবেচনায় প্রকল্পগুলো মূল্যায়ন করতে হবে এবং পূর্বের প্রতিযোগিতাগুলোতে প্রদর্শিত উদ্ভাবন/প্রকল্পগুলো যাতে এবারের প্রতিযোগিতায় পুনরায় প্রদর্শিত হতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৬। ইনস্টিটিউট পর্যায়ে বিভিন্ন টেকনোলজি/বিভাগ থেকে সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ তিনটি দলকে (একক/দলগত) আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত উদ্ভাবন/প্রকল্পগুলোর অবশ্যই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্য কার্যকারিতা, সময়োপযোগিতা ও নূতনত্ব থাকতে হবে।

৭। প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে skillscompetition.com.bd এই ঠিকানায় এন্ট্রি দিতে হবে। পাশাপাশি একই দিনে প্রকল্পের ইমেইলেও প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮। ইনস্টিটিউট পর্যায়ে বিজয়ী দলকে (একক/দলগত) তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ প্রদান করা যাবে। নমুনা সনদের কপি STEP অফিস কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

৯। বিজয়ী দলের (একক/দলগত) যাবতীয় তথ্যাদি প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে যে প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তার অধ্যক্ষের নিকট পৌঁছাতে হবে।

১০। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনটি বিজয়ী দল (একক/দলগত) আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হবে। আঞ্চলিক পর্বের সেরা প্রতিযোগীদের নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতার স্থান ও তারিখ পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে কেন্দ্রিয় কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী STEP অফিস সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেবে।

১১। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য পুরো দেশকে ১৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতি অঞ্চলে STEP এর গ্র্যান্টপ্রাপ্ত একটি সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য নির্বাচন করা হবে। একটি অঞ্চলের অধিভূক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা করবে এবং নিজেরাও যথানিয়মে অংশগ্রহণ করবে।

১২। জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)-কে আহ্বায়ক করে প্রতি অঞ্চলে একটি **মুল্যায়ন কমিটি** গঠন করা হবে। আয়োজক সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ এ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবেন। ৫ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য হবেন খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ।

১৩। মুল্যায়ন কমিটি প্রতিটি অঞ্চল থেকে সবচেয়ে ভাল উদ্ভাবনকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনিত করবে। যেহেতু অঞ্চলভেদে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম/বেশী হয়, সেহেতু জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য মনোনিত উদ্ভাবনের সংখ্যাও অঞ্চলভেদে কম/বেশী হতে পারে। প্রতিটি অঞ্চল থেকে সর্বোচ্চ তিন থেকে পাঁচটি দলকে (একক/দলগত) জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য মনোনিত করতে হবে।

১৪। অংশগ্রহণকারীর প্রত্যেক একক/দলকে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/মুল্যায়ন কমিটির প্রধান/প্রকল্প পরিচালক STEP এর স্বাক্ষরিত সনদ প্রদান করতে হবে।

১৫। ৩য় পর্যায় তথা ফাইনাল রাউন্ড ঢাকায় বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে গণ্যমান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। এতে আঞ্চলিক পর্যায়ের ১৩টি অঞ্চল থেকে মনোনিত ৫০-৫২টি উদ্ভাবন স্থান পাবে।

১৬। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবনগুলো থেকে তিনটি (৩) উদ্ভাবনকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্বাচনের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

১৭। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জাতীয় পর্যায়ের ৫-৭ সদস্যের মূল্যায়ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হবেন-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ। উক্ত কমিটিতে STEP-এর প্রকল্প পরিচালক কিংবা প্রকল্প কর্তৃক মনোনিত কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

১৮। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী উদ্ভাবনকে (একক কিংবা দলগত) পদক, পুরস্কার ও সনদ প্রদান করা হবে। এ পর্যায়ের প্রতিযোগিতার কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

১। **কমিটি গঠনঃ** প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হবে। যেমন--

ক) **কেন্দ্রীয় আয়োজক কমিটি**-কেন্দ্রীয় কমিটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ন্যাশনাল স্কিলস ডেভলপমেন্ট কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিএমইটির মহাপরিচালক, স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সন্নিবেশে গঠিত হবে। এই কমিটি প্রয়োজনীয় সাব-কমিটি গঠন করবে।

খ) **আঞ্চলিক আয়োজক কমিটি**-অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে ৫-৭ জন অধ্যক্ষকে নিয়ে আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হবে। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ইমপ্লিমেন্টেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ঐ কমিটির প্রধান হবেন এবং অংশগ্রহণকারী অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ অথবা আয়োজক প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

গ) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের আয়োজক কমিটি-অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি টেকনোলজি/বিভাগের প্রধানগণকে নিয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ঐ কমিটির প্রধান হবেন। ৫-৭ জনের কমিটির সদস্য-সচিব হবেন ঐ প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ কিংবা অধ্যক্ষের মনোনিত শিক্ষক/কর্মকর্তা।

২। মূল্যায়ন কমিটিঃ

ক) কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কমিটিঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত-সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে ৫/৭ জনের একটি কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হবেন-বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ। স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর প্রকল্প পরিচালক কিংবা প্রকল্পের মনোনিত কর্মকর্তা ঐ কমিটির সদস্য-সচিব হতে পারেন।

খ) আঞ্চলিক মূল্যায়ন কমিটিঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রদর্শীত উদ্ভাবনকে মূল্যায়নের জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে। স্ব স্ব অঞ্চলের জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)-কে আহ্বায়ক করে প্রতি অঞ্চলে একটি মুল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। আয়োজক সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন। ৫ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য হবেন খ্যাতনামা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা/ব্যাবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সুশিল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধি।

গ) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের মূল্যায়ন কমিটিঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রদর্শীত উদ্ভাবনকে মূল্যায়নের জন্য। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি ও শিল্প-কারখানা/ব্যাবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই কমিটির সদস্য হবেন।

সেমিনার ও শোভাযাত্রাঃ কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে মানুষকে জানানোর জন্য ও কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রতিযোগিতার ২য় ও ৩য় পর্যায়ে সেমিনারের আয়োজন করতে হবে।

ক) আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার আয়োজনঃ প্রতিযোগিতার দিন TVET/কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে জনমানুষকে জানানোর জন্য সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এটা ২৫০-৩০০ জনের একটি আয়োজন হবে যেখানে আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি ও সাধারণ) প্রধানগণ, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও অভিবাবকরা উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রচারিত সংবাদগুলোর ক্লিপিং অনুষ্ঠান শেষের পরপরই DTE/STEP অফিসে পাঠাতে হবে।

খ) আঞ্চলিক পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজনঃ প্রতিযোগিতার দিন প্রকল্প/TVET সর্ম্পকে মানুষকে তথ্য দেয়ার জন্য একটি র‍্যালীর আয়োজন করতে হবে। এই র‍্যালীতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা/কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি ও সাধারণ) প্রধানগণ, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও অভিবাবকরা অংশগ্রহণ করবেন। তাদের জন্য টিশার্ট/ক্যাপ নাস্তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজনঃ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন TVET/কারিগরি শিক্ষা সর্ম্পকে মানুষকে তথ্য দেয়ার জন্য এক বা একাধিক সেমিনারের আয়োজন করতে হবে। এটা নির্বাচিত ৫০০ জন অতিথির একটি আয়োজন হবে যেখানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, TVET সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যাবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত থাকবেন।

ঘ) **জাতীয় পর্যায়ে র‍্যালীর আয়োজন:** চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন প্রকল্প/TVET সর্ম্পকে মানুষকে তথ্য দেয়ার জন্য হাজার তিনেক লোকের একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করতে হবে। এই র‍্যালীতে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা/কর্মচারী, অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, মন্ত্রীবর্গ, TVET সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি ও অভিবাবকরা অংশগ্রহণ করবেন।

প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য সময়সূচি:

ক্রমিক নং	প্রতিযোগিতার পর্যায়সমূহ	তারিখ	মন্তব্য
১.	উদ্বোধনী পর্যায়	সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৮ (বৃহস্পতিবার)	ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিগত বছরগুলোর সেরা উদ্ভাবনসমূহ প্রদর্শন করা হবে।
২.	প্রতিষ্ঠান পর্যায়	নভেম্বর ০৩, ২০১৮ (শনিবার)	১৬২টি সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সবাই একই দিনে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।
৩.	আঞ্চলিক পর্যায়	নভেম্বর ২৪, ২০১৮ (শনিবার)	আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা একই সাথে ১৩টি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত গ্র্যান্ট প্রাপ্ত একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এই পর্বের প্রতিযোগিতা আয়োজনে নেতৃত্ব দেবে।
৪.	জাতীয় পর্যায়	ফেব্রুয়ারী/মার্চ --, ২০১৯, (-- বার)	চূড়ান্ত তারিখ প্রধান অতিথির পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা:

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ প্রতিযোগিতার তিনটি পর্বের খরচই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে STEP ফান্ড থেকে বহন করা হবে। ব্যয়ের হার নিম্নরূপ হতে পারে:

ক্রমিক নং	প্রতিযোগিতার পর্যায়সমূহ	মোট খরচ (টাকা)	মন্তব্য
১.	উদ্বোধনী পর্যায়	৫৫,০০,০০০	PIU, STEP-এর ফান্ড থেকে ব্যয় করা হবে।
২.	প্রতিষ্ঠান পর্যায়	১-৫টি উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান=৩০,০০০ ৬-১০টি উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান=৪০,০০০ ১১-তদুর্ধ উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান=৫০,০০০ এ পর্যায়ে আনুমানিক মোট ব্যয় হতে পারে =(৪০,০০০X১৬২)= ৬৪,৮০,০০০ টাকা	অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নয় এরকম ১০৬টি প্রতিষ্ঠানকে উদ্ভাবনের সংখ্যার ভিত্তিতে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। বাকি ৫৬টি গ্রান্ট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান একই ভিত্তিতে প্রযোজ্য বরাদ্দ স্টেপের গ্র্যান্ট থেকে ব্যয় করবে।
৩.	আঞ্চলিক পর্যায়	৪,০০,০০০ X ২= ৮,০০,০০০ ৫,০০,০০০ X ৯= ৪৫,০০,০০০ ৬,০০,০০০ X ২ = ১২,০০,০০০ মোট: ৬৫,০০,০০০ টাকা	আয়োজনকারী গ্রান্ট প্রাপ্ত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো STEP কর্তৃক প্রদত্ত গ্র্যান্ট থেকে স্কিলস কম্পিটিশনের নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করবে।
৪.	জাতীয় পর্যায়	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজনের পূর্বে বাজেট কমিটি কেন্দ্রিয় কমিটির পরামর্শ মোতাবেক এ বাজেটের খসড়া প্রণয়ন করবে।	STEP এই অর্থ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্মের সহায়তায় ব্যয় করবে।

সহযোগিতাঃ প্রতিযোগিতা আয়োজনে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। বিশেষকরে গণমাধ্যমকে সহযোগী হিসেবে সাথে নেয়া বিশেষ উপকারী হতে পারে।

উপসংহারঃ 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮ সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ/উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। সহায়তাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ডিপ্লোমা লেভেলের শিক্ষার্থী ও TVET সেক্টরের সকলকে নূতন নূতন উদ্ভাবন/আবিষ্কারে উৎসাহিত করবে। ক্রমান্বয়ে সেগুলোর বাণিজ্যিক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান করতে হবে। এভাবে স্কিলস কম্পিটিশন একদিন দেশের কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি বয়ে আনবে এবং দেশে কারিগরি শিক্ষা ও TVET কে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করবে। কারিগরি শিক্ষার হাত ধরে এভাবে সমগ্র জাতি একদিন এগিয়ে যাবে অনেক দূর।

২৩/৩/২০১৮

(মনজুরুল কাদের)
যুগ্ম-সচিব ও
পরিচালক (প্রশাসন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
ও
আহ্বায়ক
স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৮ এর নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি